ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সুখী নন ঐশ্বরিয়া রাই

পৃঃ ৫

'এতো বড় ছক্কা কীভাবে মারো', রোহিতকে প্রশ্ন আম্পায়ারের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৮৮ ● কলকাতা ● ০১ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কানাডার পুজোয় মহিলা পুরোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রবাসের মাটিতে দুর্গাপুজো এখন পরিচিত বিষয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই বাঙালিরা একত্রিত হয়ে দেবী দুর্গার াধনায় যোগ দেন। শুধু যে বাঙালিরা এই পুজোয় মেতে ওঠেন তা কিন্তু নয়। সকলেই উতসবের মরসুমে উতযাপনে গা ভাসিয়ে দেন। তবে এবার টরন্টোর একটি পুজোয় রয়েছে বেশ চমক।এবছরই ধুমধাম করে দোল উতসব পালন করেছেন সকলে। এবার জাঁকজমকের পারদ একটু চড়বে। মা দুর্গার পুজো বলে কথা। ভুরিভোজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুজোর নিয়ম-কানুন, আচার-রীতিনীতি সবই থাকবে গুয়েলফের পুজোয়। ধুনুচি নাচের সঙ্গে থাকবে গরবা নাচের ব্যবস্থাও। বিরাটি থেকে ইতিমধ্যেই প্রতিমা পৌঁছে গিয়েছে গুয়েলফে। মোট ৩৩টি পরিবার মিলিত হয়ে পুজোর আয়োজন করেছেন। গ্রেটার টরন্টো এরিয়া থেকেও যোগ দিয়েছেন প্রচুর মানুষ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা (বর্তমানে গুয়েলফ নিবাসী) ১০৮ জন মহিলা মায়ের সামনে তি করবেন। সেই তি অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন গুয়েলফ শহরে মেয়র এবং তাঁর স্ত্রী। আগামী ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর গুয়েলফ শহরে প্রথমবারের মতো দুর্গাপুজো হতে চলেছে। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এবং ব্যস্ততা দুইই এখন তুঙ্গে। দম ফেলার সময় নেই কারও। মাত্র কয়েকমাসের পরিকল্পনা, একটা বড় স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে চলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই।টরন্টো থেকে ৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে গুয়েলফ শহর। সেখানে এই বছর প্রথমবার মাতৃ াধনার আয়োজন করেছে 'ইন্ডিয়া কানাডা কনসোর্টিয়াম'। প্রথম বছরের পুজোতে মা দুর্গার পুজো করবেন মহিলা

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ২০শে অক্টোবর থেকে ২৪শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ "দুর্গা পূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২১শে অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ২৬শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

'যা করেছি, সবই বোর্ডের নির্দেশে',

গ্রেফতারির পর দাবি করলেন কৌশিক মাজি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি মামলায় ধৃত কৌশিক মাজিকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে পাঠাল নিম্ন আদালত। অভিযোগ, ওএমআর স্ক্যানিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই কৌশিকের। এমন ভাবে ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) সংরক্ষণ করিয়েছিলেন, যাতে তা এডিট করা যায়। কৌশিকের আইনজীবী জানিয়েছেন, সবটাই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশে করেছেন তাঁর মক্কেল।সিবিআই সূত্রে খবর, এসএন বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নিয়োগ প্রক্রিয়ার উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং ওএমআর শিট প্রস্তুত করার দায়িত্বে ছিল। কৌশিক সেই সংস্থারই অন্যতম অংশীদার। নিয়োগকাণ্ডের তদন্ত চলাকালীন সোমবার দুপুরে এই সংস্থারই কর্মী পার্থকে গ্রেফতার করে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, পার্থই দুর্নীতির 'মূল চাবিকাঠি'। সোমবার আলিপুর আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে, ওএমআর শিটের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয়েছে, তাতে সরাসরি যুক্ত পার্থ। তিনিই অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করেছিলেন। পরে সেই তালিকা পর্ষদ অফিসে পৌঁছয়। তালিকায় নাম থাকা বেশ কয়েক জনের চাকরিও হয়েছে বলে দাবি করেছে সিবিআই।নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে সোমবার গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ সেন। সূত্রের খবর, তাঁকে জেরা করেই কৌশিকের ভূমিকা জানতে পেরেছে সিবিআই। পার্থ এবং কৌশিককে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পরিকল্পনা রয়েছে সিবিআইয়ের। সিবিআইয়ের দাবি, উত্তরপত্রের স্ক্যানিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কৌশিকের। উত্তরপত্রের 'ইমেজ কপি' না রেখে 'টেক্সট ফর্মাট'- এ রাখার সিদ্ধান্ত কৌশিকই নিয়েছিলেন। এই

এরপর ৩ পাতায়

দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে

আলিপুর দুয়ারে ক্যাম্প করবে সিবিআই

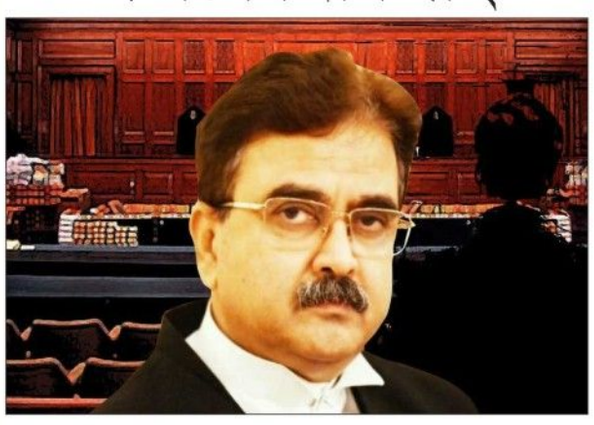

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমবায় দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে এবার উত্তরবঙ্গের আলিপুর দুয়ারে ক্যাম্প করতে চায় সিবিআই। বুধবার এবিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করে এবিষয়ে রাজ্যকে তাঁদের থাকার ঘর ও যাতায়াতের গাড়ির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়।আলিপুরদুয়ারের 'মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি'তে ৫০ কোটিরও বেশি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিআইডি। রাজ্যের গোয়েন্দারা সমবায় দুর্নীতির ঘটনায় ৬জনকে গ্রেফতার করেন। তবে সিআইডির তদন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না মামলাকারীদের একাংশ। সিবিআই-ইডির হস্তক্ষেপ চেয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন অভিযোগকারীরা। ওই মামলাতেই গত ২৫ অগস্ট সিআইডি তদন্ত বন্ধ করে অবিলম্বে সিবিআই এবং ইডিকে তদন্তভার গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ারের মহিলা

এরপর ৩ পাতায়

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329

E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মোস্তাক আহমেদ (কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক (Ex. IAS) Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা (সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	.....	৪৫২ (৯০.৪%)
	ছাত্র	২৬	০৬	২০	.....	৩৯৬ (৭৯.২%)
সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	.....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬

২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০

৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৯৯৫০৫

৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১

৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬

৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪

৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫

৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Boys' Campus

Girls' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কোনও অশুভ শক্তি কেশাগ্র

স্পর্শ করতে পারবে না', কেন্দ্রীয় এজেন্সির 'হানা' নিয়ে তোপ অভিষেকের

ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : ফের পুজোর মরশুমে বিজেপিকে বিঁধলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র ডায়মন্ড হারবারের বজবজ বিধানসভার বিড়লাপুরে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে এসে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করলেন সাংসদ।কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'মানুষ যার সঙ্গে থাকে তাকে পৃথিবীর কোনও শক্তি হারাতে পারবে না।

বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'যারা একদিন বলেছিল, বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না তাদেরই আজ সুড়সুড় করে বাংলায় এসে দুর্গাপুজো উদ্বোধন করে ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মতো ফিরে যেতে হচ্ছে। ধর্মে ধর্মে বিভেদ লাগানোর, বাংলায় আগুন জ্বালানোর অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা জানে না, বৈচির্ত্যের মধ্যে একতায় আমরা বিশ্বাস করি। এটাই বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতি।'যতই কুতসা অপপ্রচার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হোক না কেন, কোনও স্বৈরাচারী শক্তি, কোনও দানবীয় বা অশুভ শক্তি পিছনে লাগলেও তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।' তাঁর কথায়, 'আমাদের ধমকানো-চমকানো চলছে। বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কোনও গুজরাট বা উত্তরপ্রদেশের কোনও বহিরাগত নেতাদের কাছে মেরুদন্ড বিক্রি করবে না, ওদের বশ্যতা স্বীকার করবে না।' তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কথায়, 'ওদের অর্থবল আছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সি রয়েছে, নির্বাচন কমিশন রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এসব কিছুই নেই, কেবল মানুষ আছেন। ওদের সব থাকলেও মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। তাই ওরা লবডঙ্কা, ভোকাট্টা। বাংলার মানুষ বহিরাগতদের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেনি, আগামীদিনেও করবে না।'

নয়াগ্রামে উন্মত্ত হাতির হামলায় মৃত দুই

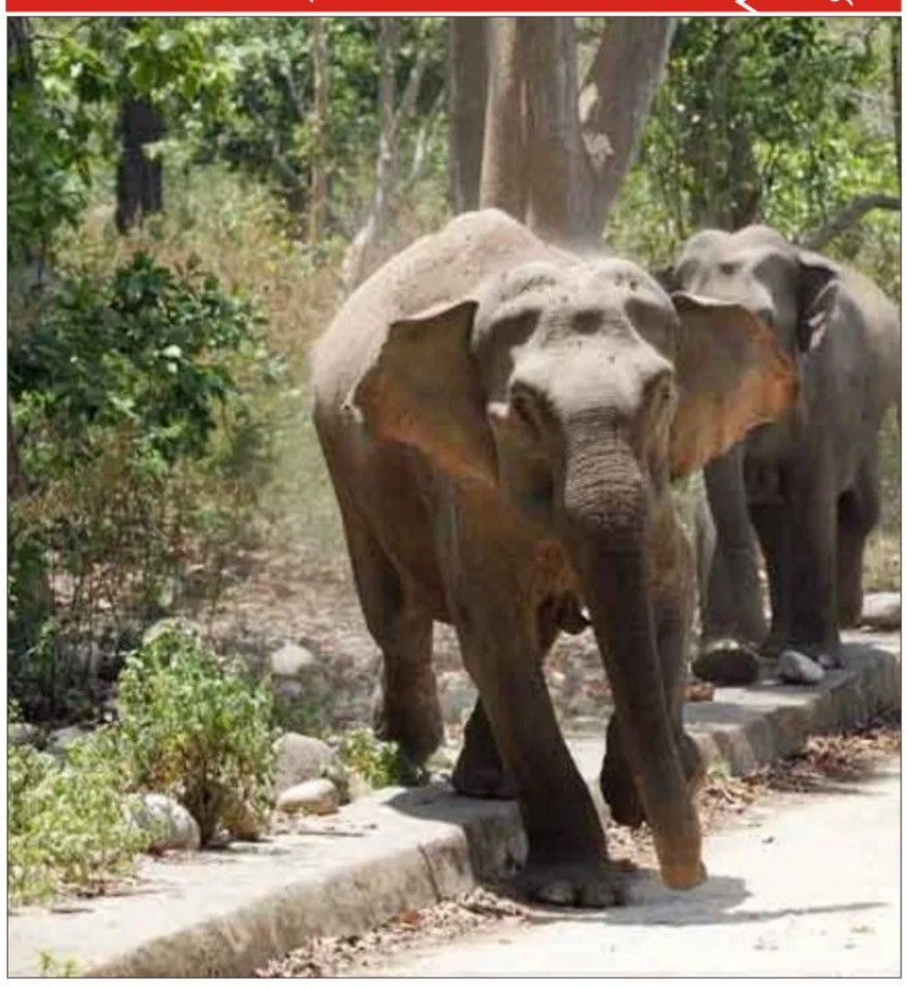

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : বুধবার সকালে একটি উন্মত্ত হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এই ঘটনার পুনরায় প্রাণহানি রুখতে মাইকিং করে এলাকাবাসীদের নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে পুলিশ এবং বন দফতর।জানা গিয়েছে, সকালে একটি হাতির দল নয়াগ্রামের দেউলবাড় এলাকায় সুবর্ণরেখা নদী পার হয়। কিছুক্ষণ পরে গ্রামবাসীদের নজরে আসে নদীর পাড়ে একটি হাতির বাচ্চা মরে পড়ে আছে। এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর মানুষ মৃত হাতির বাচ্চা দেখতে জড়ো হন। কিন্তু পাশে যেতেই দেখা যায় কিছুটা দুরে আরও একটি হাতি রয়েছে বাচ্চা হাতিটিকে গার্ড করার জন্য। কিছু বুঝে উঠার আগেই তাড়া করে আসে হাতিটি। সঙ্গে সঙ্গে এলোপাথাড়ি ছুটতে শুরু করে সবাই। এই সময় কয়েকজন পড়ে গেলে পায়ে পিষে দেয় শশধর মাহাত এবং আনন্দ জানা নামে দুজন স্থানীয় বাসিন্দাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। ঘটনার খবর পেয়ে নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জানা গিয়েছে উন্মত্ত হাতিটি সকাল থেকে এলাকায় তান্ডব চালাচ্ছে।তাই বন দফতর এবং পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় মাইকিং করে এলাকাবাসীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। নয়াগ্রাম ব্লকের রামেশ্বরের ও দেউলবাড়ের মত জনবহুল এলাকায় উন্মত্ত হাতির তান্ডব হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন। হাতি দেখতে গিয়ে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে বন দফতর দাবি করলেও মৃত শশধর মাহাতর পরিবারের দাবি শশধর বাবু হাতি দেখতে যাননি। উনি আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি উপলক্ষে এদিন নিয়ম মেনে ধান জমিতে শরকাঠি পুঁততে গিয়েছিলেন। এমন সময় উন্মত্ত হাতিটি হামলা চালায়। এরপরেই তার মৃত্যু হয়। হাতিটি দিনভর নয়া গ্রামের রাস্তায় চলাচলকারী বাস এবং মোটরসাইকেলের ওপর হামলা চালায় বলে জানা গেছে। মৃত দুই ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বলে জানা গেছে।

কিউআর কোড-সহ গাইড ম্যাপ প্রকাশ পুলিশের

বারুইপুর, ১৮ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : মণ্ডপ দর্শন থেকে শুরু করে নিজের নিরাপত্তা এবার আপনার মুঠোফোনে ।বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি বলেন, "এবারের গাইড ম্যাপকে ডিজিটাল আকারে নিয়ে আসা হয়েছে । গাইড ম্যাপের মধ্যে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলেই পুলিশের সহায়তা কেন্দ্র, হাসপাতাল, রেলওয়ে স্টেশন্ কোথায় কোনটা আছে, সব তথ্য পেয়ে যাবেন দর্শনার্থীরা । পুজোর সময় সমাজ বিরোধীদের কিংবা ইভটিজারদের রুখতে এবার কড়া বয়বস্থা নিয়ে রাখছে পুলিশ প্রশাসন । সর্বক্ষণ রাস্তায় ঘুরবেন পুলিশের উইনার্স টিমের মহিলাকর্মীরা । কোথাও কিছু ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোল রুমে জানানো হবে ।"এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ । বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে মঙ্গলবার পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে । এই গাইড ম্যাপে থাকছে একটি বিশেষ কিউআর কোড । এই কোড স্ক্যান করলেই বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত এলাকায় বিভিন্ন পুজো মণ্ডপগুলির দূরত্ব থেকে শুরু করে আরও যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাবেন দর্শনার্থীরা । মহিলাদের সুরক্ষার কথা ভেবে এই অ্যাপে বিশেষ সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে । কিউআর কোড স্ক্যান করে অ্যাপের মধ্যে লগ-ইন করতে হবে । তারপর যদি আপনি বিপদ সংকেত পাঠান, তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার লোকেশানে পৌঁছে যাবে কুইক রেসপন্স টিম ।পুজোর মরশুমে রাত-বিরেতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে যদি কেউ কোথাও বিপদের মধ্যে পড়েন, তখন পুলিশি সাহায্যও পাওয়া যাবে কিউআর কোড থেকে । কোথায় পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ রয়েছে, কোথায় থানা রয়েছে, সেই সব লোকেশনও দর্শনার্থীরা পেয়ে যাবেন পুজোর গাইড ম্যাপে । এর পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুজোর দিনগুলিতে রাস্তায় মোতায়েন করা থাকবে উইনার্স টিম । এছাড়াও মোতায়ন করার থাকবে সাদা পোশাকে মহিলা পুলিশ কর্মী ।পুজোর মরশুমে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মহিলাদের যাতে রাত-বিরেতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে ততপর পুলিশ । এর জন্য পুজোর দিনগুলিতে ইভটিজিং ও যানজট রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচেছ বারুইপুর পুলিশ জেলা । দিন-রাত রাস্তায় ডিউটিতে থাকবেন পুলিশকর্মীরা । টহলদারি চালাবে মহিলা পুলিশের বিশেষ টিমও । কলকাতা লাগোয়া এলাকাগুলিতে যাতে রাস্তাঘাটে কোনও যানজট তৈরি না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে ওই জায়গাগুলিতে । এর পাশাপাশি রাস্তায় থাকবে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবকও।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ফের খারিজ হয়ে গেল

অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের খারিজ হয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন। গরু পাচার মামলায় গত বছরের ১১ আগস্ট থেকে জেলবন্দি অনুব্রত। দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেও জামিন পেলেন না গরু পাচার মামলায় ধৃত অনুব্রত মণ্ডল। ফলে পুজোয় সময় জেলেই থাকতে হবে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতিকে।এরই মধ্যে জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন অনুব্রত মণ্ডল। কিন্তু তাঁর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে সিবিআই। এই প্রসঙ্গে সিবিআই-এর আইনজীবী এস ভি রাজু আদালতে বলেন, 'অনুব্রত প্রভাবশালী, জেল থেকে বাইরে এলে যা ইচ্ছে তাই করবেন, ক্ষতি হবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে।' মামলার পরবর্তী শুনানি চার সপ্তাহ পরে হবে বলে নির্দেশ দেন বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বেলা এম ত্রিবেদী।

এর আগে আগে কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান কেষ্ট মণ্ডল। কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হল না। অনুব্রতর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের জামিনও খারিজ হয়ে গিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে চার সপ্তাহ পর। প্রথমে আসানসোল জেলে থাকলেও বর্তমানে দিল্লির তিহাড় জেলে রয়েছেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত।

প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরেই অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মনীশ কোঠারি জামিন পেতেই প্রশ্ন উঠছিল, তাহলে কেষ্টও শীঘ্রই জামিন পাবেন? গ্রেফতার হওয়ার পর মণীশ কোঠারি বলেছিলেন, 'আমি কিছু করিনি। কোনও ভুল করিনি। আমার একমাত্র ভুল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া।' ২০১৩-১৪ সাল থেকে বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন বোলপুরের বাসিন্দা মণীশ কোঠারি। তারপরই তাঁর সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ। ইডি সূত্রে খবর, গরু পাচারের কালো টাকা সাদা করার পিছনে মণীশের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

নির্বিঘ্নে কাটবে না পুজো!

ভাসবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্পূর্ণ দুর্যোগহীন দুর্গাপুজো বোধ হয় এবারেও হচ্ছে না। আবহাওয়ার ভোলবদল। যার জেরে পুজোর দু'দিন বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। নবমীর দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে দশমীর দিন বাড়বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।তবে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দশমীর দিন। মঙ্গলবার কলকাতা , পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে ৭০-৮০ শতাংশ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। আকাশ থাকবে প্রধানত মেঘলা। দশমীর দিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ষষ্ঠী পর্যন্ত দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পুজোর মূল চার দিন অর্থাত সপ্তমী থেকে দশমী উত্তরবঙ্গে প্রধানত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। বৃষ্টি তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই।

বুধবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে যে বুলেটিন জারি করা হয়েছে তাতে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতার কপালে। পুজো সম্পূর্ণভাবে দুর্যোগহীন কাটবে না বলেই পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। নবমী হালকা বৃষ্টি হলেও দশমীর দিন ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গ। বুধবার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে একটি বুলেটিন জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, পঞ্চমী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় উত্তর-পশ্চিম বাতাস হইবে। যার জেরে কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা ।পাশাপাশি জানানো হয়েছে, ষষ্ঠীর দিন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। যার জেরে বৃষ্টিপাত হবে। তবে এই নিম্নচাপ কতটা শক্তিশালী হবে তা এখনও পর্যন্ত জানানো হয়নি হাওয়া অফিসের তরফে।

আলিপুর জানাচ্ছে, চতুর্থী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। ২৩ তারিখ, অর্থাত নবমীর দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং হুগলিতে ৩০-৪০ শতাংশ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেএমসির জাতীয় সম্পাদক হলেন মো. নাজির আনসারি

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আরএসএসের মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সিনিয়র নেতা মো. নাজির আনসারিকে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের (বিজেএমসি) জাতীয় সম্পাদক করা হয়েছে। বিজেএমসির সিনিয়র নেতা রাজু আয়েঙ্গার আজ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। রাজু আয়েঙ্গার জানান, সেলের চেয়ারম্যান অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠুর নির্দেশে মো. ওই পদটি নাজির আনসারি কে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তাকে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও ইউপির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের গোপ গড় ইক্কো পার্কে শুরু হয়ে গেল পিকনিক শরতের সোনালী রোদের বাতাবরনে। (ক্যামেরায় মেদিনীপুর থেকে অরবিন্দ অধিকারী)

১-ম পাতার পর

দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে আলিপুর দুয়ারে ক্যাম্প করবে সিবিআই

ঋণদান সমবায় সমিতিতে ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। গত অগস্টে সিআইডি তদন্ত বন্ধ করে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। ওই মামলায় বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই।

তদন্তকারী সংস্থার তরফে আদালতে জানানো হয়, তাঁদের অফিসাররা অন্য বহু মামলায় যুক্ত। কলকাতা থেকে বারে বারে তদন্তের জন্য আলিপুর দুয়ারে যাওয়া-আসার কারণে সময় নষ্ট হতে পারে। তাই উত্তরবঙ্গের গিয়ে ক্যাম্প করার জন্য ঘর ও গাড়ির ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হোক। একই সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতার জন্য অস্থায়ীভাবে রাজ্যের কাছ থেকে ২ জন এসআই, ৮ জন কনস্টেবল, মহিলা কনস্টেবলও দেওয়ার আবেদন জানায় সিবিআই। সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করে রাজ্যকে এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। বুধবারই এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে আদালতের নির্দেশের কপি পাঠাচ্ছেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনরেল। ১৮ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন সিবিআইকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

১-ম পাতার পর

কানাডার পুজোয় মহিলা পুরোহিত

পুরোহিত। কলকাতাবাসী এখন 'মহিলা পুরোহিত' কনসেপ্টের সঙ্গে পরিচিত। তবে উত্তর কলকাতার মাটি এটাই প্রথমবার। এই দুর্গাপুজোর আবার একটি নামকরণও হয়েছে রয়্যাল সিটি দুর্গাপুজো। আয়োজকদের মূল লক্ষ্য হল লিঙ্গ বৈষম্যের ফাঁদে পা না দিয়ে বরং 'টিম গেম' হিসেবে কাজ করা। পুজো উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে বিশেষ পত্রিকা। ভারতের অনেক প্রদেশের ভাষার পাশাপাশি সাঁওতালি ভাষাতেও লেখা থাকবে এই পত্রিকায়। ইতিমধ্যেই সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গিয়েছে গুয়েলফ শহরে। পুজো অবশ্য হবে আমাদের দেশের বেশ কিছুটা পরে।হৈমন্তী ভট্টাচার্য, কলকাতারই বাসিন্দা। সংস্কৃত এবং বৈদিক সাহিত্য নিয়ে স্নাতোকোত্তর পড়াশোনা করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বেশিদিন হয়নি গুয়েলফ শহরের বাসিন্দা হয়েছেন। কিন্তু সেখানকার প্রথমবারের দুর্গাপুজোর পুরোহিত তিনিই। বিদেশের মাটিতে মহিলা পুরোহিত হিসেবে দুর্গাপুজোর মত দায়িত্ব নেওয়া ছোটখাটো ব্যাপার নয়। হৈমন্তীর কথায়, 'ছোটবেলা থেকেই বাড়িতে পুজোর পরিবেশ রয়েছে। দাদু, ঠাকুরদা, বাবা সকলকেই নিষ্ঠাভরে পুজো করতে দেখেছি। বাবা আশিস ভট্টাচার্যের হাত ধরেই আমারও পৌরহিত্য শুরু। বাড়িতে কোনওদিন পুরুষ, মহিলা, এইসব লিঙ্গভেদ ছিল না। শুদ্ধ মনে নিষ্ঠা ভরে পুজো করাটাই ছিল আসল। সেই থেকেই আমার উতসাহ জন্মায়। তারপর ধীরে ধীরে সব শিখে নিয়েছি বাবার থেকে। পুজোর নিয়মানুবর্তিতা, স্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ, গুরুজনদের পুজো করার আদব-কায়দা বরাবরই টানত আমায়। সেই থেকেই এই সিদ্ধান্ত। পুজো করতে যখন জানি তখন মায়ের আরাধনা করতে বাধা কোথায়।'

১-ম পাতার পর

'যা করেছি, সবই বোর্ডের নির্দেশে', গ্রেফতারির পর দাবি করলেন কৌশিক মাজি

ফর্মাটে উত্তরপত্র রাখলে তা সহজেই এডিট করা যায়। সিবিআইয়ের দাবি, উত্তরপত্রের ব্যাকআপ না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কৌশিক-সহ তাঁর সংস্থার অংশীদারেরা। এ নিয়ে কৌশিককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সহযোগিতা না করে মৃত অংশীদার গৌতম মুখোপাধ্যায় এবং অশোক মাজির উপর দায় চাপিয়ে দেন। যদিও কৌশিকের আইনজীবী দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, "যা কিছু করেছি, বোর্ডের নির্দেশ মতো।"মঙ্গলবার ওএমআর শিট প্রস্তুতকারী সংস্থা এসএন বসু রায় অ্যান্ড সংস্থার কর্তা কৌশিক গ্রেফতার হন। এর আগে সিবিআই তাঁকে তলব করেছিল। গত মাসে ওএমআর সংস্থার যে দুই আধিকারিকের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৌশিক। কৌশিকের দাশনগরে বাড়ি, অফিস-সহ ছ'টি জায়গায় তল্লাশিও চালানো হয়েছিল। এ ছাড়াও সেই সময় সল্টলেকের সৌরভ মুখোপাধ্যায় নামে এক আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সিবিআই সূত্রে খবর মিলেছিল, তাঁদের বাড়ি থেকে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক-সহ বহু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এবার সুন্দরবন, ব্রহ্মপুত্রের জলভাগেও নজরদারি চালাবে সেনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লাদাখের প্যাংগং সো লেকে টহলদারি করছে ভারতীয় সেনা। এবার দেশের অন্যান্য জলভাগেও টহলদারি ও নজরদারির সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মপুত্র নদ এলাকা সহ দেশের বিভিন্ন জলভাগে এই নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য অন্তত ৬টি দ্রুতগতির পেট্রলিং বোট ও আটটি ল্যান্ডিং ক্র্যাফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এদিকে লাদাখ সংলগ্ন এলাকায় পরিকাঠামো বৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছে চিন। পয়াংগং লেকের যে অংশটি চিনের দখলে রয়েছে সেখানে পিপলস লিবারেশন আর্মি দুটি ব্রিজ তৈরি করেছে। তবে ভারতও লেকে নজরদারি চালায়।

তবে এবার আর শুধু প্যাংগং লেকে নয়, দেশের অন্যান্য জলভাগেও নজরদারি চালাবে সেনা। মূলত সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ।পূর্ব লাদাখে প্রায় ১৩৪ কিমি দীর্ঘ এই লেক। ১৩৯০০ ফুট উচ্চতায় ওই লেক। আর সেই লেকেই জলপথে নজরদারি চালায় ভারতীয় সেনা। তবে এবার দেশের অন্যান্য সংবেদনশীল লেকে মূলত সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য ৬টা ফাস্ট পেট্রলিং বোট মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত জায়গাগুলিতে এই জলপথে নজরদারি করা হবে তার মধ্যে অন্যতম হল গুজরাটের কচ্ছ, ব্রহ্মপুত্র নদী ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের বদ্বীপ এলাকা।

মূলত জলপথে বোটে চেপে নজরদারি করা হবে এই বোটের মাধ্যমে। এই পেট্রলিং বোটে আটজন করে সশস্ত্র সেনা থাকবেন।এমনটাই জানিয়েছে সেনা। খবর টাইমস অফ ইন্ডিয়া সূত্রে।মূলত জলপথে বোটে চেপে নজরদারি করা হবে এই বোটের মাধ্যমে। এই পেট্রলিং বোটে আটজন করে সশস্ত্র সেনা থাকবেন।এমনটাই জানিয়েছে সেনা। খবর টাইমস অফ ইন্ডিয়া সূত্রে।

সব মিলিয়ে এই জলযানগুলিতে ৩৫ জন সেনা থাকবে বলে খবর। যে কোনও পরিস্থিতিতে নজরদারি চালাবে তারা। পয়াংগং লেকে অন্তত ১২টা নজরদারি বোট রয়েছে বলে খবর।

পিএসইউ গোয়া শিপইয়ার্ড এক্ষেত্রে সেনাকে সহযোগিতা করেছে। সেই সঙ্গেই ১৭ ফাইবার গ্লাসের বোটও রয়েছে। গোয়ার একটা বেসরকারি ফার্ম থেকে এই বোট নিয়ে আসা হয়েছে। এই বোটগুলিতে একসঙ্গে ২০জন সেনা থাকেন। লেকের জলে একেবারে দ্রুত গতিতে চলে এই বোট।

মহারাষ্ট্রে ১৯ অক্টোবর ৫১১ টি প্রমোদ মহাজন

গ্রামীণ কৌশল বিকাশ কেন্দ্রের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১৮ই অক্টোবর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৯ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৪ টে নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে ৫১১ টি প্রমোদ মহাজন গ্রামীণ কৌশল বিকাশ কেন্দ্রের সূচনা করবেন। এই কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠছে মহারাষ্ট্রের ৩৪ টি গ্রামীণ জেলায়। গ্রামের যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই গ্রামীণ কৌশল বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ জনকে অন্তত ২ টি বৃত্তিমূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকছে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ পর্ষদের আওতায় নিবন্ধীকৃত বিভিন্ন শিল্প সংস্থা। এর ফলে ওই অঞ্চলে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির কাজে গতি আসবে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান বন্দুক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুজোর মুখে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান বন্দুক। চাপরা থানার পুলিশ গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামে। তল্লাশিতে আলফা মাঠে থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণের বন্দুক। সূত্রের খবর, বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা বন্দুক গুলি সীমান্তে থেকে বেশ কিছুটা দূরে রেখে দেয়। সীমান্তে চোরাচালানকারীদের প্রসঙ্গে বিএসএফের এক কর্তা জানান, বাংলাদেশ সীমান্তে চোরা করবার বন্ধ করতে বিএসএফ কঠোরতম অবস্থান গ্রহণ করছে। কোনও প্রকার চোরাচালানের খবর পেলেই অতি সক্রিয়তার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।খবর পেয়ে চাপড়া থানার আইসির নেতৃত্বে সেখান থেকে ১০ টি বন্দুক উদ্ধার করেন।

প্রসঙ্গত চলতি মাসেই চাপড়া দিয়ে টাকা পাচারের চেষ্টা চলছিল। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে টহলদারির সময় সাড়ে ৮ লক্ষ বাংলাদেশি টাকা উদ্ধার করে বিএসএফ। ভারতীয় মুদ্রায় এই টাকার পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা। ওই টাকা শুল্ক দফতরকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। সীমান্তে চোরাচালানকারীদের প্রসঙ্গে বিএসএফের এক কর্তা জানান, বাংলাদেশ সীমান্তে চোরা করবার বন্ধ করতে বিএসএফ কঠোরতম অবস্থান গ্রহণ করছে। কোনও প্রকার চোরাচালানের খবর পেলেই অতি সক্রিয়তার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবারতন্ত্র নিয়ে বিজেপিকে পাল্টা বিঁধলেন রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির 'বংশানুক্রমিক' রাজনীতিকে নিশানা করে তোপ দাগলেন। অন্য দিকে মিজোরামের শাসক দল এমএনএফ-কে 'বিজেপির প্রবেশদ্বার' ও বিরোধী দল জেডপিএম-কে 'আরএসএসের সিঁড়ি' বলে মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলির উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে রাহুল বলেন, 'কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে রাজস্থান, কর্নাটক ও ছত্তীসগঢ় মডেল গ্রহণ করবে কংগ্রেস। বিজেপি আমাদের প্রান্তিক দল হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও আমরা কর্নাটক, রাজস্থান, ছত্তীসগঢ়ে তাদের হারিয়েছি। যে সব রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি চলছে, সেখানেও জিতব।' এ দিনও মণিপুরের প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেছেন, 'বিজেপি মণিপুরকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দায়িত্ব ছিল মণিপুরে আসা। কেন তিনি আসছেন না, তা এক ধাঁধা।'মিজোরামে ভোটের প্রচারে আসা রাহুল সোমবার তাঁর প্রচার কৌশল যেখানে শেষ করেছিলেন, মঙ্গলবার সেখান থেকেই শুরু করেন।পদযাত্রা ও চলন্ত বাসের যাত্রীদের সঙ্গে হাত মেলানোর পরের দিন রাহুল তাঁর জনসংযোগ-কৌশলের অংশ হিসেবে আইজলের রাস্তায় অ্যাপ-বাইকের পিছনে সওয়ার হয়ে ঘুরলেন। কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পরে সাংবাদিক সম্মেলন এবং তার পর লুংলেতে জনসভা সারলেন তিনি।বিজেপি যেখানে কংগ্রেসের পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি নিয়ে সরব, সেখানে রাহুল আইজলে পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, 'অমিত শাহের ছেলে কী করেন? কী করেন রাজনাথ সিংহের সন্তান? আমি তো শেষ বার শুনেছি অমিত শাহের ছেলে ভারতীয় ক্রিকেট চালাচ্ছেন। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের দিকে তাকান। দেখতে পাবেন অনুরাগ ঠাকুর-সহ বহু নামেই পরিবারতন্ত্রের প্রতিফলন।' রাহুল মিজোরামবাসীকে সতর্ক করে বলেন, 'এমএনএফ নিজেকে মিজোদের রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও আদতে তারা কিন্তু নেডা ও এনডিএ-র শরিক। আবার জোরাম পিপলস মুভমেন্ট নামে বিরোধী হলেও আদতে তারা রাজ্যে ঘাঁটি গাড়তে চাওয়া আরএসএসের সিঁড়ি মাত্র। আর এই সব কিছুর কলকাঠি নাড়ছেন নেডা প্রধান তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর হাত ধরে আরএসএস ও বিজেপি উত্তর-পূর্বের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, পরিচয় মুছে ফেলতে চাইছে। তারা এক দেশ, এক নীতি, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইছে।' রাহুল সতর্ক করেন, 'বিজেপি জানে তারা সরাসরি ঢুকতে চাইলে মিজোরা রুখে দাঁড়াবেন। তাই এমএনএফ ও জেডপিএম-কে ঢাল করে ঢুকছে তারা। এমএনএফ ও জেডপিএম-কে দেওয়া প্রতিটা ভোট আসলে বিজেপির ঘরেই জমা পড়বে। আরও বেশি করে আক্রান্ত হবে মিজোরামের ধর্ম, ইতিহাস, সংস্কৃতি। তা রক্ষার একমাত্র উপায় কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া। তারা ধর্মীয় বিভিন্নতা, শাসনের বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী।'

বাদরা অগ্রগামী ক্লাবের ৫০তম বর্ষের পূজা উদ্বোধন করছেন পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। রয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, দমদমের পৌরপ্রধান হরিন্দর সিং, উপপৌরপ্রধান বরুন নট্ট প্রমুখ।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ১৯ অক্টোবর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০১ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লাগাতার ইলিশ শিকার

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ইলিশ ধরার উপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বাংলাদেশ সরকার। তবু কিছু মৎস্যজীবী রাতের অন্ধকারে নদ-নদীতে ইলিশ ধরছেন কিছু মৎস্যজীবী। ইতিমধ্যে শতাধিক শখের ইলিশ শিকারী পাকড়াও হয়েছে পুলিশের হাতে। ইলিশের রাজধানী হিসেবে খ্যাত চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনায় আরও ৫৮ মৎস্যজীবীকে আটক করা হয়েছে।স্থানীয়রা জানান, নিষেধাজ্ঞার সময় কার্ডধারী কোনো মৎস্যজীবী মা ইলিশ শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়লে 'জেলে কার্ড' বাতিল-সহ তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। প্রশাসনের এমন সর্তকতা কারণে কার্ডধারী অনেক মৎস্যজীবী নিজে নদীতে না নেমে নৌকা ও জাল দিয়ে মৌসুমি মতস্যজীবীদের সহযোগিতা করছে। এসব মৌসুমি ইলিশ নিধনকারীরা স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে নৌকাপ্রতি ২০-২৫ হাজার টাকার চুক্তি করে নদীতে নৌকা ভাসায় ইলিশ নিধনের জন্য। এছাড়া প্রশাসন নদীতে অভিযানে এলে সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যজীবীদের মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয় তথ্য সরবরাহকারী। বিনিময়ে তাঁদের প্রত্যেককে ৫০০-

৬০০ টাকা করে দেওয়া হয়। তাঁদের কাজ হল নদী পাড়ে ঘুরে বেড়ানো এবং নদীতে প্রশাসন অভিযানে এলেই মা ইলিশ নিধনকারী মৌসুমি জেলেদের সাবধান করে দেওয়া। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মৌসুমি মৎস্যজীবী বলেন, 'বর্তমানে প্রচুর ইলিশ জালে উঠছে। দিনের চেয়ে রাতেই বেশি নিরাপদ। তাই তারা রাতেই বেশি জাল ফেলছেন। বিক্রির জন্য তাদের কোনও চিন্তা করতে হয় না।'বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬ লক্ষ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল, ১০টি মাছ ধরার নৌকা এবং ৩০০ কেজি ইলিশ।

উৎপাদন বাড়াতে সরকার প্রতি বছরের মতো এবারও ইলিশ ধরা, বিক্রি ও পরিবহণে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। এই সময় কার্ডধারী মৎস্যজীবীদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপণ্য দেওয়া হয়। গত ১২ অক্টোবর থেকে জারি হওয়া এই নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত।

অন্যদিকে দক্ষিণের জেলা ঝালকাঠিতে ভিন্ন চেহারা। জেলার নলছিটি উপজেলাধীন সুগন্ধা ও বিষখালী নদীতে ইলিশ শিকার করছেন অনেকে। নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই বিষখালী নদীর হদুয়া লঞ্চঘাট, পুরান হদুয়া বাজার, নলবুনিয়া, ভবানীপুর, ইসলামপুর, তেঁতুলবাড়িয়া লঞ্চঘাট ও সুগন্ধা নদীর অনুরাগ, দপদপিয়া, মাটিভাঙা এলাকায় চলছে অবাধে ইলিশ নিধন। আগে নদীতে জাল ফেললে দু-চারটে ইলিশ ধরা পড়ত। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা চলাকালে নদীর নির্দিষ্ট পয়েন্টে জাল ফেলতে পারলেই ডিমওয়ালা ইলিশের সঙ্গে প্রচুর খোকা ইলিশও ধরা পড়ছে। ধরার পরপরই প্রশাসনের নজর এড়াতে, মৎস্যজীবীরা নৌকা থেকে নামিয়ে নদীর তীরের ঝোপ-জঙ্গলে ও কচুরিপানার মধ্যে ইলিশ লুকিয়ে রাখছে। সস্তায় ইলিশ কিনতে ক্রেতারা মোটরবাইক ও বাইসাইকেলে করে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে এসব ইলিশ কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

খুন ঢাকতে চরম অপরাধ,

২০০৪ সালের ঘটনায় গ্রেফতার 'মৃত' নেভি-কর্মী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একটি খুন ঢাকতে আরও দুটি খুন। নিজেকে মৃত বলে সাজিয়ে ২০ বছর আত্মগোপন করেছিলেন প্রাক্তন নেভি-কর্মী। তবে শেষরক্ষা হলনা। ৬০ বছর বয়সী বলেশ কুমারকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ।এই মৃত্যু ঢাকতে তারপরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। দিল্লির সময়পুর বদলি থেকে বিহারের মনোজ এবং মুকেশ নামে দুই শ্রমিককে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কাজের প্রতিশ্রুতি দেন বলেশ। এরপর দুই শ্রমিক ও বলেশ তাঁর ভাইয়ের একটি ট্রাকে করে রাজস্থানে চলে যায়। যোধপুরে গিয়ে শ্রমিকরা থাকা অবস্থায় ট্রাকটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর তাঁরা নিজেদের কাগজপত্র ভিতরে রেখে যান। যাতে পুলিশ ওই দুই মৃতদেহ বলেশ ও তাঁর ভাই সুন্দরলালের মনে করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে একটি মৃতদেহ বলেশ হিসেবে শনাক্ত করে। অন্য মৃতদেহের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

রাজেশ হত্যার মামলায় পুলিশ আদালতে জানায়, সুন্দর লালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বলেশ ট্রাকের আগুনে মারা গিয়েছে। এরপর বলেশের স্ত্রী তাঁর পেনশনের সুবিধা এবং এলআইসির সব সুবিধা পেয়েছেন। পুড়ে যাওয়া ট্রাকের বিমাও পান। তবে শেষরক্ষা হলনা। ২০০৪ সালের মামলায় ২০২৩ সালে গ্রেফতার হলেন বলেশ।বলেশ তাঁর নাম পরিবর্তন করে আমান সিং রেখেছিল। ওই এলাকায় সে সম্পত্তির দালাল হিসেবে কাজ করত।

পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারের পর চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসে। বলেশ মূলত হরিয়ানার বাসিন্দা। সেখানে ক্লাস ৮ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ১৯৮১ সালে নৌবাহিনীতে যোগদান করে এবং ১৯৯৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর পরিবহন ব্যবসা শুরু করেন এবং পরিবারের সঙ্গে দিল্লির উত্তম নগরে বাস করেন।

সে পুলিশকে স্বীকার করেছে যে, তিনি এবং তাঁর ভাই সুন্দর লাল ২০০৪ সালে দিল্লির সময়পুর বদলিতে রাজেশ নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করেছিলেন। রাজেশের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তিনি, তাঁর ভাই সুন্দরলাল ও রাজেশ একসঙ্গে মদ্যপান করছিলেন। সেইসময় বিবাদ বাধতে বলেশ ও তাঁর ভাই উভয়েই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাজেশকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

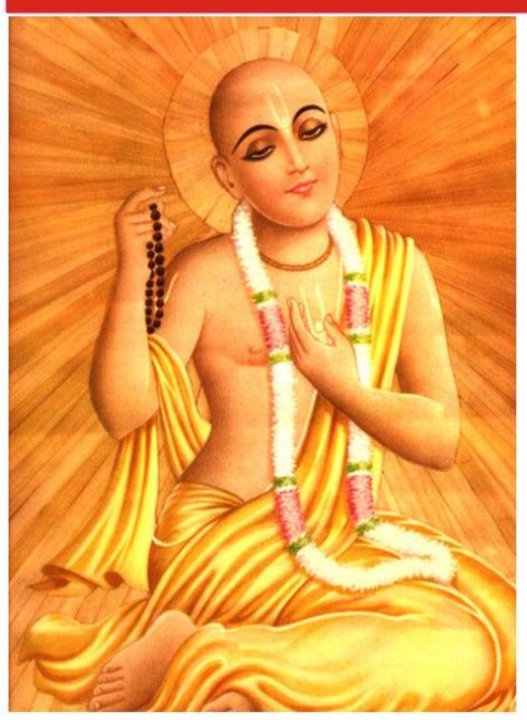

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রথম স্ত্রীর পিন্ডদান করার জন্যে গয়ায় গিয়ে সেখানে নিমাইয়ের সাথে তাঁর মন্ত্র গুরু স্বামী ঈশ্বরপুরীর দেখা হয় এবং শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে গোপালরাজ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুমন্ত্র লাভের পর নিমাইয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে নিমাই কৃষ্ণনাম ভজন শুরু করেন ও তাঁর মধ্যে কৃষ্ণভাবের এক আবেশ প্রকাশিত হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

বিভিন্ন রূপকে একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে "নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।। একটি পাতাযুক্ত কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি গাছ মূল ও পাতাসহ একত্র করে একজোড়া বেল সহ সাদা অপরাজিতা গাছের লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। আর না জেনে আমরা এটাকেই মনে করে আসছি গনেশের বউ। নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা।এদিকে আমার মত গবেষকদের মতে, "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই প্রকৃতি রূপিনী শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ... বলাবাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশিয়া আছে। তবে অনেক পুরাণ বিশেষজ্ঞের মতে দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই| ... নবপত্রিকা দুর্গাপূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে। ... বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে । তবে উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ না থাকলেও, সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপূজার নির্দেশ রয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ রয়েছে - "বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।" মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর দোলাতে বা পাল্কীতে চাপিয়ে পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে পুরনারীদের দিয়ে বরণ করানোর পর নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাঠে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। অন্যদিকে চন্দননগরের মণ্ডলবাড়িতে অবশ্য বোধন হয় প্রতিপদে। তখন থেকেই প্রতিদিন দেবীর পুজো হয়, রোজ হয় সন্ধ্যারতি। সকালে ভোগ, রাতে শীতল। বাড়ির নিয়ম তেমনই। তবে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুজো শুরুর তিথিতে নয়, মণ্ডলবাড়ির পুজোয় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা বিরল। এমন রীতি আমার অন্তত জানা ছিল না।মহাসপ্তমীর পুজোর সময় এই বাড়িতে জ্বলে হোমাগ্নি, তা নির্বাপিত হয় মহানবমীতে, এটাই রীতি।সাধারণ ভাবে নবপত্রিকা, মানে যাকে কলাবউ বলা হয়, তিনি হলেন দেবী দুর্গা। তবে এই বাড়িতে নবপত্রিকাকে যে নিয়মে পুজো করা হয়, তাতে তিনি দেবী দুর্গা নন, তিনি গণেশের স্ত্রী, মানে দেবী দুর্গার পুত্রবধূ। এটিও এই বাড়ির পুজোর আরেক বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ করে নবপত্রিকার পুজো প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মন্ডলবাড়ী কথা উল্লেখ করলাম কেন? মন্ডল বাড়ির পূজার নবপত্রিকা কে যেভাবে গণেশের স্ত্রীরূপে পূজা করা হয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের এমনই পূজা হয়না ।তাই মন্ডল বাড়ির কথাটি এই লেখাতে উল্লেখ করলাম এবং তার বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি। ১৭৪১ সালে তৈরি হয় মণ্ডলবাড়ি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই আঙিনা, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান, তা পেরিয়ে ঠাকুরদালান। এখানেই দেবীপক্ষে টানা দশ দিন পুজিতা হন দেবী দুর্গা, পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। নেলিনের কথায়, "পুজো আগেও হত, তবে এই ভাবে প্রতিমা পুজো শুরু হয় ১৮২৫ সালে। তার আগে হত ঘটপুজো। সেই হিসাবে এই পুজো ১৯৩ বছরের পুরোনো। এই পুজো মোটেই ৩০০ বছরের পুরোনো নয়।" তিনি জানালেন এই রাজ্যে সবমিলিয়ে দশটি বাড়িতেও প্রতিপদে পুজো শুরু হয় না। এক সময় এই বাড়ির পুজোয় এক হাজার পুরোহিত আসতেন। পুজোর ব্যাপ্তিও ছিল ব্যাপক। সময়ের সঙ্গে সেই জৌলুস কমেছে। সময় বোঝানের জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার: ১৭৩০ সালে চন্দননগরের গভর্নর নিযুক্ত হন যোশেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে। যাক এসব কথা, সেই বাড়িতে আমার মত লেখোকের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো অনেক ছোটবেলাতে। মণ্ডলবাড়িতে ঢোকার মুখে জানলার দিকে তাকালে চোখে পড়বে দাড়িওয়ালা মুখ - বাড়িটিতে ইউরোপের একাধিক দেশের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য হারালেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এই বাড়ির। স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পুজোরও।মূল আঙিনায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের ফল, ফলের থোকা। এমন রীতি আগে কখনও দেখিনি। এমন কেন? নেলিন মণ্ডল শোনালেন এই রীতির নেপথ্যকথা:তবে দুগ পুজোর কয়েকটি সঙ্গে মিল রয়েছে মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলের, এমনকি আবিসিনিয়া (সাবেক ইথিয়োপিয়া সাম্রাজ্য) এবং অধুনা আফগানিস্তানের প্রাচীন কয়েকটি রীতির। তারই মধ্যে একটি হল এই ফল ঝুলিয়ে রাখা। এই সময় অনেক আত্মা মর্ত্যে নামে, অশুভ আত্মাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, তাই আগেই খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। যদি দড়ি থেকে কোনও ফল পড়ে যায় তা হলে ধরে নেওয়া হয়, আত্মা সেই ফল গ্রহণ করেছে, ফল বেঁধে নতুন করে সেই জায়গায় তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর শুভ আত্মার জন্য তো নানাবিধ ভোগের আয়োজন করা হয়েই থাকে। সব আত্মাকে ফেরালে চলবে কেন! এই হচ্ছে মন্ডল বাড়ির ইতিহাস। একথা বলার সাথে সাথে প্রাচীনকালের মায়ের আরাধনা বহু ইতিহাস রয়ে গেছে, যা লিখলে রামায়ণ ও মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে দুর্গাপূজার সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত, তার উৎস বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ ইত্যাদি। শিব আর ব্রহ্মার বরে কোনো পুরুষের অজেয় ও ত্রিলোকবিজয়ী এই মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় আবির্ভূতা তাঁদেরই সম্মিলিত তেজসম্ভূতা দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় সে। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার মানসে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, সেই থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা হয়, এমন উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আবার তারও আগে বসন্তকালে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের সৌভাগ্যকামনায় দুর্গাপূজা করেছিলেন, এ রকম পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাঙালি কবি কালিদাস তাঁর রামায়ণে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও প্রাচীনতর মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালই দুর্গাপূজার সময় বলে উল্লিখিত। আবার বাল্মিকী রামায়ণে কিন্তু কোথাও রাম দুর্গার আরাধনা করেছিলেন বলে পরিষ্কার উল্লেখ নেই! এদিকে দুর্গাপুজোর পৌরাণিক পটভূমি যা-ই হোক, এর ইতিহাস যে বেশ প্রাচীন, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দ্বাদশ শতকে বারেন্দ্রীতে দুর্গাপূজার সবচেয়ে পুরানো উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দুর্গা আরাধনার তত্ত্ব ও দুর্গামূর্তির রূপকল্পনা - সব কিছুতেই অনেক বিবর্তন হয়েছে। দেবী দুর্গার আরধনার মধ্যে কৃষি নির্ভর সমাজের পৃথিবীকে অর্থাৎ ভূমিকে ফলে-শস্যে সম্পদবতী করে তোলার প্রার্থনাই রূপায়িত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে পূজার সময়ে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে সুসজ্জিতা নবপত্রিকার [যা আদতে ন' রকম ফল সমেত শাড়ি পরানো একটি কলাগাছ] স্থাপনাতে সেই চিন্তাই অভিব্যক্তি পেয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিকেরা আবার দুর্গাপূজার মধ্যে অন্য একটি রূপকের সন্ধান পান। বহিরাগত আর্যরা অনার্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা হলে এটা খুবই সম্ভব যে, কৃষিপারঙ্গম আর্যরা এসে আদিম বঙ্গভূমির এমন কোনো সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যার কুলপ্রতীক বা টোটেম ছিল মহিষ। শস্যশালিনী পৃথিবীস্বরূপা দুর্গার হাতে মহিষাসুরের নিধনের মধ্যে কি রূপায়িত হয়েছে কৃষিকুশল আর্যদের কাছে আদিম বাংলার কৌম সমাজের নতিস্বীকারের ঘটনা? নবপত্রিকার পূজার মধ্যেও কি সেই কৃষিপরায়ণ আর্যদেরই আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত? অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্গার মহিষাসুর নিধন আর রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করার কাহিনী, এ দুয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মহিষাসুর ও রাবণ দুজনের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে শিবের বরপ্রাপ্তি-যে শিব মূলত অনার্য দেবতা। অর্থাৎ এমনটা হতেই পারে যে, দুর্গাপূজার প্রচলনের মধ্য দিয়ে অনার্যদের পরাভবের কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে।আমরা দেবী দুর্গার পুজার সময়ে নির্মিত আধুনিক মূর্তির যে বিবরণ শুরুতেই উপস্থিত করেছি, তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রের বর্ণনা। এই সব পুরাণ, শিল্পশাস্ত্র ও ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেবী দশভুজা ও দশপ্রহরণধারিনী, সিংহবাহিনী তথা অসুরবিনাশিনী। আবার হেমাদ্রির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বিংশতিভুজা আবার শিল্পরত্নের কল্পনায় তিনি ত্রিনয়নী, জটাজুটসংযুক্তা, নীলকমলসদৃশ তাঁর চোখ, তিনি পীনোন্নতপয়োধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রের বর্ণনায় আবার তিনি তপ্তকাঞ্চণবর্ণা,তাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো -- তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র, তাঁর হাতে নানা আয়ুধ ও ঘন্টা, তাঁর অস্ত্রে নিপাতিত অসুর। ঠিক একই প্রথা মেনে সর্বাঙ্গে নবপত্রিকা বিসর্জনের পরই দেবী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্তি বিসর্জন হয়ে থাকে।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

সুখী নন ঐশ্বরিয়া রাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বেশ কয়েক বছর প্রেমের পর ২০০৭ সালে বিয়ে হয় ঐশ্বরিয়া রাই-অভিষেক বচ্চনের। প্রায় ১৬ বছর হলো বচ্চন পরিবারে পুত্রবধূ হয়ে এসেছেন তিনি। জনসমক্ষে অমিতাভ ও জয়ার আদর্শ পুত্রবধূ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিনেত্রী। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও শাশুড়ির পাশেই দেখা গিয়েছে ঐশ্বরিয়াকে। তবে শাশুড়ি জয়া বচ্চন ও ননদ শ্বেতা বচ্চনের সঙ্গে নাকি তেমন ভালো সম্পর্ক নয় ঐশ্বর্যার। অভিষেকের সঙ্গে তার দাম্পত্যও নাকি সুখের নয়, এমন কথাও শোনা গেছে। তবে কি সম্পর্কের সমীকরণে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে বচ্চন পরিবারে?

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিয়ে ছিল সে বছর বলিউডের সব থেকে আলোচিত ইভেন্ট। তাদের বিয়ে নিয়ে কৌতূহলের অন্ত ছিল না দর্শকদের। যে সময় অভিষেককে বিয়ে করেন অভিনেত্রী, তিনি ছিলেন বলিউডের প্রথম সারির নায়িকাদের অন্যতম। বরাবরই তার নামের পাশে যুক্ত হয়েছে নানা বিশেষণ।

তবে বচ্চন পরিবারে বিয়ের পর থেকে তাক ডাকা হয় 'বচ্চন বধূ' নামে। তাতেই আপত্তি জানান অভিনেত্রী। ২০০৮ সালে একটি সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীকে 'বচ্চন বধূ' সম্বোধন করায় আপত্তি জানান ঐশ্বরিয়া। তার কাছে এই সম্বোধনটি বেশ নাটুকে বলেই মনে হয়।

অভিনেত্রী বলেন, 'আমার মনে হয়, এই ধরনের বিশেষণ চটকের জন্য ব্যবহার করা হয়। 'বচ্চন বধূ' তকমাটা একটু নাটুকে। আমি একজন সাধারণ মেয়ে। নাম ঐশ্বরিয়া রাই। যে অভিষেক বচ্চনকে বিয়ে করেছে।'

দীপিকা এবার 'নিষ্ঠুর' পুলিশ অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পেছনে দাউ দাউ করছে আগুন, পাশে দাঁড় করানো একটি পুলিশের গাড়ি, সন্ত্রাসীদের মেরে শুইয়ে দিয়েছেন, পুলিশি পোশাকে সন্ত্রাসী লিডারের মুখের ভেতর পিস্তলের নল ঢুকিয়েছেন। নিজে হয়েছেন রক্তাক্ত। এমন লুকে চমক দিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। ধরা দিলেন দাপুটে পুলিশ অফিসার 'লেডি সিংহম' রূপে। তাকে চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন 'সিংহম এগেইন' পরিচালক রোহিত শেট্টি।

বলিউড অভিনেতা অজয় দেবগনের জনপ্রিয় সিনেমা ফ্যাঞ্চাইজি 'সিংহম'। রোহিত শেঠি পরিচালিত এ ফ্যাঞ্চাইজির প্রথম কিস্তি মুক্তি পায় ২০১১ সালে। দুই বছরের বিরতি নিয়ে নির্মিত হয় 'সিংহম রিটার্নস'। এ ফ্যাঞ্চাইজিতে 'বাজিরাও সিংহম' চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের ভালোবাসা কুড়িয়েছেন অজয়। এবার নির্মিত হচ্ছে এ ফ্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি। 'সিংহম এগেইন' শিরোনামের এবারের পার্টে এমন রূপে পর্দায় হাজির হবেন দীপিকা।

গত সেপ্টেম্বর মাসেই শোনা গিয়েছিল এবারের 'সিংহম' সিকুয়েলে অজয় দেবগন, রণবীর সিংয়ের পাশাপাশি দীপিকা পাড়ুকোনও থাকছেন। নতুন পোস্টারে দীপিকাকে দেখা গেল বন্দুক হাতে শত্রুদমন করতে।

সোশাল মিডিয়ায় দীপিকার 'লেডি সিংহম' লুক প্রকাশ্যে এনে রোহিত লিখলেন, 'নারী যেমন সীতার রূপ, প্রয়োজনে দুর্গারও রূপ নিতে পারে। এই হিংস্র, অসহিষ্ণু অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করুন। যিনি আমাদের পুলিশ ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি। আমার 'লেডি সিংহম' দীপিকা পাড়ুকোন।'

দেবীপক্ষ, নবরাত্রির কথা মাথায় রেখেই 'সিংহম এগেইন'-এ দীপিকার লুক প্রকাশ্যে আনলেন রোহিত শেট্টি। এক ছবিতে অজয় দেবগণ, অক্ষয় কুমার, রণবীর সিং আর দীপিকা পাড়ুকোনকে পাওয়া যে দর্শকরদের জন্য দারুণ একটা চমক, তা বলাই বাহুল্য। আগামী বছর ২০২৪ সালে ১৫ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসার কথা 'সিংহম এগেইন'র। আর সেদিনই আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা ২' সিনেমার মুক্তিও রয়েছে।

'মিশন রানিগঞ্জ' যাচ্ছে অস্কারে!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অক্ষয় কুমার অভিনীত সিনেমা 'মিশন রানিগঞ্জ'। ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তবে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিটি যাচ্ছে অস্কারে!

'মিশন রানিগঞ্জ' এর মাধ্যমে অক্ষয়ের প্রথম ছবি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অস্কার মঞ্চে। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নয়, মূলত ছবিটিকে স্বাধীনভাবে নির্মাতাদের নিজস্ব উদ্যোগে পাঠানো হচ্ছে অস্কারে। এর আগে 'আরআরআর' ছবিটিও এই একইভাবে পৌঁছানো হয় অস্কার মঞ্চে। এ বার অক্ষয়ও সেই রাস্তা ধরলেন।

১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর, ভারতের রানিগঞ্জের মহাবীর কয়লাখনিতে ঘটা ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা এখনও অনেকের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে। রানিগঞ্জের মানুষ ভোলেননি সেই সময় খনির ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্তব্যরত যশবন্ত সিংহ গিলের সাহসিকতা ও বীরত্বের গল্প। একা হাতে অনেক খনিশ্রমিককে রক্ষা করেছিলেন তিনি। ৩৪ বছরের আগের সেই ঘটনাকেই বড় পর্দায় প্রাণ দিচ্ছেন জ্যাকি ভাগনানি।

এই ছবিতে যশবন্তের চরিত্রে অভিনয় করছেন অক্ষয়। শিখ যশবন্তের চরিত্রে তাকে বেশ মানিয়েছে বলেও দাবি অনেকের। এই ছবির শুটিং মূলত হয়েছে রানিগঞ্জ-আসানসোল-দুর্গাপুর কয়লাঞ্চলে। এ বার সেই ছবিই যাচ্ছে অস্কারের মঞ্চে।

এদিকে ছবিতে অক্ষয় ছাড়াও রয়েছেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। যশবন্তের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। ছবির পরিচালনা করেছেন টিনু সুরেশ দেশাই। শুধু অক্ষয়ের 'মিশন রানিগঞ্জ' নয়, চলতি বছর অস্কারেরর ডাক পেয়েছে বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'ও। এই ছবির চিত্রনাট্য 'অ্যাকাডেমি কালেকশন্স'-এর তালিকায় যুক্ত করতে চান 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস' কর্তৃপক্ষ।

রাগিনীর বিরুদ্ধে সোনমের আইনি নোটিশ

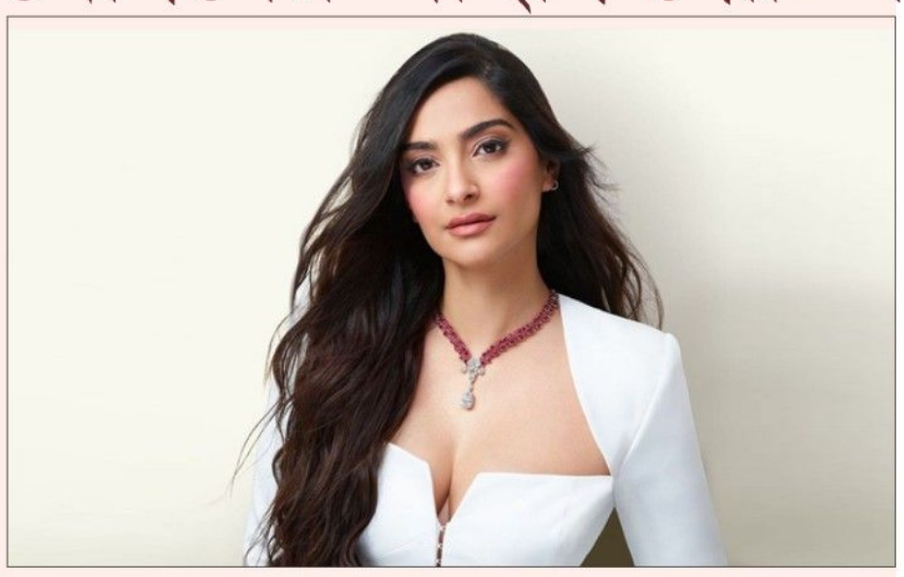

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কনটেন্ট তৈরিতে ইউটিউবাররা তারকাদের প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাদের নতুন কাজ, প্রেম, বিয়ে, বিচ্ছেদের গুঞ্জন থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনাও টেনে আনেন। ইউটিউবার রাগিনীও তাঁর চ্যানেলে বারবার বলিউড তারকাদের নানা ঘটনা ও বিষয় নিয়ে কনটেন্ট তৈরি করে আসছেন। কিন্তু সেটি করতে গিয়ে কখনও যে আইনি ঝামেলায় পড়বেন-তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি। এবার সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল রাগিনীকে।

নন্দিত বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর ও তার স্বামী আনন্দ আহুজার পক্ষ থেকে মিলল আইনি নোটিশ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে বলিউড অভিনেতা রাজকুমার রাও ও রাজীব মাসান্দের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে রোজগার ও অর্থ নিয়ে নানা আলোচনা করতে দেখা যায় সোনমকে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড অনুযায়ী রোস্ট করেছেন ইউটিউবার রাগিনী।

ওই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী সোনমের ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ভিডিওতে ভাই নিজের স্থিতি হারিয়েছে মনে হচ্ছে।' এ ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য সোনম ও আনন্দ মোটেও সহজভাবে নিতে পারেননি। রাগিনী ভিডিওর মাধ্যমে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারেনু সেই ভাবনা থেকেই আইনি নোটিশ পাঠান সোনম ও তাঁর স্বামী।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সোনম ও আনন্দের ব্র্যান্ড এবং পরিবারের সদস্যদের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে। আইনজীবীর সাহায্যে তারা ওই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য, অনলাইন হয়রানি, নেতিবাচক সংবাদ কভারেজ এবং তাদের ও তাদের ব্র্যান্ড সম্পর্কে প্রতিকূল পর্যালোচনা ইত্যাদি একাধিক অভিযোগ এনেছেন।

'এতো বড় ছক্কা

কীভাবে মারো', রোহিতকে প্রশ্ন আম্পায়ারের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ লড়াইয়ে পাকিস্তান ভারতের কাছে হারবে, এটা যেন অনেকটাই স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। এবারের আগেও সাতবার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হেরেছে পাকিস্তান। গতকাল আহমেদাবাদেও বাবর আজমের দল হেরেছে বড় ব্যবধানে।

মাত্র ১৯১ রানে অলআউট হয়ে গেছে পাকিস্তান। শেষ ৩৬ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল বাবর আজমরা। সেই রান তাড়ায় ১১৭ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় ভারত।

ভারতের এমন জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ৬৩ বলে ৬টি করে চার ও ছক্কায় ৮৬ রান করেন তিনি। বিশেষ করে ছক্কাগুলো ছিল বেশ বড় বড়। এর মধ্যেই পেসার হারিস রউফকেই ছক্কা মারেন ৩টি। তা দেখে কৌতূহলই জেগে উঠে আম্পায়ার মারাইস এরাসমাসের। তাই প্রশ্ন করেন রোহিতকে, এতো বড় ছক্কা কীভাবে মারো? ব্যাটে কিছু আছে নাকি?

ম্যাচ শেষে ভারতীয় পেসার হার্দিক পান্ডিয়া জানতে চেয়েছিলেন, খেলার সময় মাসল দেখিয়ে কী উদযাপন করছিলে? উত্তরে রোহিত বলেন, আম্পায়ার জানতে চেয়েছিলেন এত বড় ছক্কা কীভাবে মার? ব্যাটে কিছু আছে নাকি? জবাবে নিজের মাসল দেখিয়ে রোহিত বলেন, আমার ব্যাটে কিছুই নেই, শক্তি এখান (মাসল) থেকেই আসে (হাসি)।

শান্তর থ্রোতে ফের ছিটকে গেলেন উইলিয়ামসন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে আগামী তিন ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ের সময় রান নিতে গিয়ে আঙ্গুলে চোট পান কিউই অধিনায়ক। এসিএল ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার প্রায় ছয়মাস পর শুক্রবার বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন উইলিয়াসন। মার্চে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে তিনি ইনজুরিতে পড়েছিলেন। শুক্রবার চেন্নাইয়ে ৭৮ রানে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে সাজঘরে ফিরে যান উইলিয়ামসন। ৩৮তম ওভারে রান নিতে গিয়ে শান্তর থ্রোতে আঙ্গুলে ব্যাথা পেলে পরের ওভারেই উইলিয়ামসন রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন।

নতুন করে ইনজুরির কারণে ১৮ অক্টোবর চেন্নাইয়ে আফগানিস্তান, ২২ অক্টোবর ধর্মশালায় ভারত ও ২৮ অক্টোবর পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না উইলিয়ামসন। এখন তার সুস্থতার উপর নির্ভর করছে নভেম্বরে আরো তিনটি লিগ ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন কিনা। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এক্স-রে'তে নিশ্চিত দেখা গেছে উইলিয়ামসনের বাম আঙ্গুলের উপরের দিকে চিড় ধরেছে। ব্ল্যাক ক্যাপসদের বিশ্বকাপ দলে উইলিয়ামনসন থাকবেন। আশা করছি আগমী মাসের ম্যাচগুলোতে তিনি ফিরে আসতে পারবেন।'

উইলিয়ামসন ইতোমধ্যেই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তার জায়গায় হিসেবে টম ব্লান্ডেল ভারত সফরে দলের সাথে যোগ দিলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি স্কোয়াডের অংশ হবেন না। এদিকে, কোচ গ্যারি স্টিড উইলিয়ামসনের ফিরে আসা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, 'কঠোর পরিশ্রম করে কেন হাঁটুর ইনজুরি কাটিয়ে দলে ফিরেছে। কেনের নতুন ইনজুরির বিষয়টি আমাদের সবার জন্যই হতাশার। তবে প্রাথমিক পরীক্ষায় যা ধরা পড়েছে তাতে আমরা আশাবাদী হতেই পারি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও পুনর্বাসনে দ্রুতই সে দলে ফিরবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কেন নিঃসন্দেহে আমাদের দলের অনেক বড় একটি অংশ। সে একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় ও অধিনায়ক। সে কারণেই আমরা তাকে প্রতিটি সুযোগ দিতে চাই।'

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ম্যাচ সেরার

পুরস্কার উৎসর্গ করলেন মুজিব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে চলছে মাঠের লড়াই আর আফগানিস্তানের হেরাতে চলছে ভূমিকম্পে স্বজনহারা মানুষের শোক কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। টানা দুই ম্যাচে হারের পর বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছে আফগানিস্তান। দলগত পারফর্ম্যান্সেই জিতেছে আফগানরা। এখানে কোনো অঘটন ঘটেনি।

যারা খেলা দেখেছেন তারা এটুকু মানতে বাধ্য হবেন যে আজকে আফগানিস্তান চ্যাম্পিয়নদের ব্যাট ও বলে চ্যাম্পিয়নের মতো করেই টেক্কা দিয়েছে। ব্যাট হাতে রশিদ খানের দল করেছে ২৮৪, আর বল হাতে ওরা ইংলিশদের ৪১ ওভারের আগেই অলআউট করেছে। আফগানদের এমন কৃতিত্বের দিনে বল ও ব্যাট হাতে বেশ ভালো করেছেন মুজিব উর রহমান। ব্যাটিংয়ে ১৬ বলে ঝোড়ো ২৮ রান আর বল হাতে তিন উইকেট মুজিবকে এনে দিয়েছে ম্যাচ সেরার তকমা।

আর সেই তকমা পেয়ে মুজিব স্মরণ করলেন ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্বদেশিদের। তাদের জন্যই উৎসর্গ করলেন নিজের পুরস্কার।

মুজিব বলেছেন, 'আমি এই পুরস্কার দেশের মানুষকে উৎসর্গ করছি, যারা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

শোয়েবের পরামর্শ

মেনে কী বললেন শচীন?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তান লড়াই হলেই দর্শকরা আসনে নড়ে বসেন। দুই দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ম্যাচের উত্তাপ পৌঁছে যায় পুরো ক্রিকেট দুনিয়ায়। সাবেক ক্রিকেটারও মেতে ওঠেন পরিহাসে। দলকে চাঙা রাখতে একের পর এক উপদেশ দিয়ে যান তারা। টুইটার-ফেসবুক আসার পর যা বেড়ে গেছে। কিন্তু সব উত্তাপ পেছনে ফেলে গতকাল একপেশে এক ম্যাচই দেখা গেল বরং।

আহমেদাবাদে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। সেই ম্যাচের আগের দিন বাবরদের মনোবল শক্ত রাখতে উৎসাহ জোগান শোয়েব আখতার। টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করে সাবেক এই পেসার বলেন, 'কাল যদি এ রকমই কিছু করতে হয় তা হলে ঠাণ্ডা রাখুন।'

সেই ছবিতে ভারত-পাকিস্তানের একটি টেস্ট ম্যাচে শচীন টেন্ডুলকারকে আউট করার পর শোয়েবের উল্লাস দেখা যায়। কিন্তু শোয়েবের কথা রাখতে পারেননি বাবর আজমরা। তাই ম্যাচ হারের পর শোয়েবকে ছেড়ে কথা বলেননি শচীন। কিংবদন্তি এই ব্যাটার টুইটারে লেখেন, 'বন্ধু, আপনার পরামর্শ মেনে চলেছি এবং সব কিছু ঠাণ্ডা রেখে দিয়েছি।'

এর জবাবে শচীনকে নিয়ে প্রশংসার ডালা সাজিয়ে বসেন শোয়েব, 'বন্ধু, তুমি হলে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়, যে খেলাটিকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে এবং এর সবচেয়ে বড় দূত। আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ রসিকতা সেটা নিশ্চয়ই বদলে দেবে না।'

পাকিস্তানের ব্যাটিং ধস নিয়ে

শোয়েব আখতারের হাস্যরস!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মাঠে খেলা হলেও সপ্তাহ দুয়েক ঘরের আমেজেই ছিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। তুলনামূলক দুর্বল নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শুরু, এরপর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তান বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ ৩৪৫ রানতাড়ায় জিতে রেকর্ড গড়ে। তবে তৃতীয় ম্যাচে ভারতের কাছে তারা হেরেছে ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

ভারতের বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমে দারুণ শুরু পেয়েছিল পাকিস্তান। ২৯.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে তারা করেছিল ১৫৫ রান। সেখান থেকে বাবর আজমদের ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১৯১ রানে। এভাবে ধস নামায় পাকিস্তানের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ১৪ অক্টোবর জাসপ্রিত বুমরাহদের বিপক্ষে ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক ও ইমাম উল হক দুজনই ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাট করছিলেন। ৪১ রানে তাদের উদ্বোধনী জুটি ভাঙে। ইমাম বিদায় নেন দলীয় ৭৬ রানে। এরপরও বড় সংগ্রহের আভাস মিলছিল বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের দৃঢ়তায়। কিন্তু পাকিস্তান দলপতি ব্যক্তিগত ৫০ রানে আউট হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ব্যাটিং লাইনআপ।

শনিবার ভারতের বিপক্ষে ৭ উইকেটে হারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাবর আজমদের নিয়ে কয়েকটি স্ট্যাটাস দেন তিনি। এরমধ্যে এক স্ট্যাটাসে ভিডিও যুক্ত করে দেন রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেস। যেখানে লোহার রেলিংয়ের উপর বসে ছিলেন ৬-৭ জন মানুষ। আরেকজন সেখানে গিয়ে বসলে হুট করে সবাই উল্টে পড়ে যান।

মানুষের হুট করে পড়ে যাওয়ার এই ভিডিও দিয়ে শোয়েব মূলত বাবর আজমদের ব্যাটিং ধসের বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। সেই স্ট্যাটাসে সমর্থকরাও মজা নিচ্ছেন।

আরেক স্ট্যাটাসে শাহিন শাহ আফ্রিদি ও হারিস রউফদের ব্যঙ্গ করে শোয়েব লেখেন, 'রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি নেটে ব্যাট করার সময়ই এর চেয়ে বেশি প্রেশারে থাকে।'

বিশ্বকাপের মাঝে

সুখবর পেল অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের দুই ম্যাচেই হেরে মাঠ ছেড়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। আগামীকাল সোমবার নিজেদের ফিরে পাওয়ার ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে দলটি। আগে সুখবর পেল টিম অস্ট্রেলিয়া।

আজ রবিবার ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুতগতিতে সেরে উঠেছেন ট্রাভিস হেড। ইতোমধ্যে তিনি ব্যাটিং অনুশীলনে ফিরেছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে বাম হাতের চোট কাটিয়ে চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

বিশ্বকাপের আগে শেষ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে জেরল্ড কুটসিয়ার বাউন্সারে বাম হাতে চোট পান এ বাঁহাতি ওপেনার। পরে স্ক্যানে চিড় ধরা পড়ে তার। তারপরও তাকে রেখেই বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়া।

ইনজুরি থেকে ফিরে আসার সুযোগ দিয়ে হেডকে রেখেই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসে দলটি। ২৯ বছর বয়সী এ ক্রিকেটারকে টুর্নামেন্টের শেষ দিকে পাওয়ার আশায় স্কোয়াডে রেখে দেওয়া হয়। এবার মাঝপথেই তিনি দলে ফিরতে যাচ্ছেন।

গত শুক্রবার হাতের ব্যান্ডেজ খুলে থ্রো ডাউনে ব্যাটিং শুরু করেছেন হেড। এই সপ্তাহে স্বাভাবিকভাবে পুর্ণ মাত্রার ব্যাটিং অনুশীলন করবেন তিনি। পরে অ্যাডিলেইড থেকে আগামী বৃহস্পতিবার ভারতের উদ্দেশে উড়াল দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

তবে আগামী শুক্রবার ব্যাঙ্গালুরুতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলতে পারবেন না হেড। ২৫ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে একাদশে থাকার জন্য তিনি তৈরি থাকবেন। এরপর যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান, বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে মাঠ মাতাতে দেখা যাবে তাকে। সে হিসেবে দল থেকে বাদ পড়তে পারেন মিচেল মার্শ। অজিদের হয়ে বিশ্বকাপের দুটি ম্যাচে মার্শের রান যথাক্রমে ০ ও ৭ রান। আরেক ওপেনার ওয়ার্নার প্রথম ম্যাচে ৪১ আর দ্বিতীয় ম্যাচে ১৭ রান করেছেন।

বিশ্বকাপ ধামাকা

নিউজিল্যান্ডের কাছে

আফগানিস্তানের বড় হার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তানকে ১৪৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। টানা চার ম্যাচ জিতেছে তারা। বল হাতে একটা সময় কিউইদের চাপে রেখেছিলেন রশিদ-ফারুকিরা। তবে সেই চাপ সামলে ঠিকই বড় পুঁজি গড়ে ফেলে নিউজিল্যান্ড।

আফগানিস্তানের সামনে দাঁড়ায় ২৮৯ রানের লক্ষ্য। ৯৭ রানে ৪ আর ১২৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে আফগানরা।

চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে রান তাড়ায় নেমে রহমত শাহ আর আজমতউল্লাহ ওমরজাই ছাড়া আফগান ব্যাটাদের আর কেউ লড়াইও করতে পারেননি। রহমত শাহ ৩৬ আর ওমরজাই করেন ২৭ রান। ৩৪.৪ ওভারে ১৩৯ রানে অলআউট হয় আফগানিস্তান।

নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার আর লুকি ফার্গুসন নেন ৩টি করে উইকেট।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR